OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 -269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 265 - 269
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ : দেশভাগের পটভূমিকায় এক আর্থ–সামাজিক অবস্থার দলিল

ড. শেলি মুখার্জি
Email ID : shelly.bengali@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025
Selection Date 20. 07. 2025

Keyword
Partition, society, economics, poverty, famine, religion, politics, struggle.

Abstract
Abu Ishaq's novel Surjo Dighol Bari portrays the struggle for survival of people amidst the backdrop of famine, starvation, and the Partition of India. Set in a socio-economic context where the entire Bengali nation, regardless of caste, religion, or creed, was caught in a state of turmoil, the novel highlights the desperate attempts of helpless individuals to stay alive. Religion and Partition were erasing human identities, and the freedom that once spun dreams in people's eyes ended in a terrifying reality - something the novelist vividly depicts. Reflecting the socio-economic and political life of an era, the novel captures both the moment just before the Partition and its aftermath: the exploitation of the poor, the politics and commodification of religion, and the famine-stricken people's struggle to preserve their existence despite many obstacles. The character of Joygun emerges as a symbol of humanity - someone who cannot be confined within the boundaries of caste, creed, religion, or race. For him, religion and nation are insignificant compared to life itself. The novelist exposes the traps set by society to sabotage the struggles of people like Joygun. This novel stands as a powerful document of the socio-economic backdrop of the Partition era.

Discussion

দেশভাগকালে পাঞ্জাবের সমান বীভৎস রক্তাক্ত হিংস্রতা বাংলায় হয়নি, তবে একেবারে যে হয়নি তাও নয়। এখানে হিংসার চেয়ে হিংসার গুজবের ভূমিকা ছিল বেশি, ধর্মান্তরের ভয়, মেয়েদের সম্ভ্রমহানি নিয়ে উদ্বেগ ছিল হিন্দুদের দেশ ছাড়ার বড়ো কারণ। মোল্লা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের প্রচার, নবোদিত মুসলমান মধ্যশ্রেণির উস্কানি, গুণ্ডাশ্রেণির লোকেদের বদমাইশি, বহু হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণির মানুষদের নিরাপত্তা অনিশ্চিত করেছিল। তারা ভিটেমাটি ত্যাগ করতে শুরু করল। পূর্ববঙ্গে যেমন মুসলমান কৃষিজীবীরা, মৎস্যজীবীরা, কারিগরেরা তেমনি গতরে খাটা নিম্নবর্গের বাস্তহারা মানুষগুলো যারা পুলিশের গুলি, গুণ্ডার আক্রমণ, সমাজের শাসন, রোগ, অবরোধ, অনাহার থেকে বেঁচেছিল, বাঁচার লড়াই করেছিল তাদেরই আখ্যান আবু ইসহাকের ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫)।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 -269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশভাগ ও দেশত্যাগের পরিস্থিতিতে হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও। ভদ্র হিন্দু গৃহস্থরা দেশত্যাগ করায় গরিব মুসলমান প্রজাদের রুজি রোজগারের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে যায়। যারা ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি সম্পত্তি দখল করে, তারাও সংরক্ষণ বা উন্নয়ন করতে পারে না। গরিব মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি-নৈরাজ্য যখন বাড়তে থাকে তখন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভেদবিচার থাকে না। এমনকি নিম্নবর্ণ হিন্দুরাও দেশত্যাগ করায় গুণ্ডাদের উৎপীড়নের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় স্বধর্মের পরিবারগুলি। গৃহস্থালির সম্পদ ও বাড়ির যুবতীরা লুণ্ঠিত হতে থাকে।অনন্যোপায় অবস্থাপন্নেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে শুরু করে। আর গ্রামগুলি সংস্কার ও যত্নের অভাবে ক্রমেই প্রেতার্ত হয়ে পড়েছিল। মোল্লাতন্ত্রের ফতোয়ায়, চোখরাঙানিতে নিম্নবর্গের মুসলমানরাও ভিটেছাড়া হয়ে পড়েছিল।

‘সূর্য দীঘল বাড়ি’-র আখ্যানে দেশভাগের পথে এগিয়ে চলা বাঙালি সমাজ, সেই পথে এগিয়ে চলতে চলতে দেশভাগে সুদিন আসবে এই স্বপ্নিল খোয়াবে ভাসতে ভাসতে তেলের শিশির মতই দেশখানাকে ভাগ করেও যখন বুঝতে পারেনি ‘পাকিস্তান’ নামক এক ‘ফাঁকিস্তান’-এর বাসিন্দা তারা হয়ে গেছে। বাংলা ও বাঙালির জীবনের সেই মর্মান্তিক সময়ে মানুষের বেঁচে থাকা, বিশেষত বাঙালি নারী ও নারীত্বের, মাতৃত্বের দুঃখযন্ত্রনাক্লিষ্ট অথচ অনমনীয়ভাবে বেঁচে থাকার লড়াই এর দলিল। উপন্যাসে ‘জয়গুন’ চরিত্রটি হয়ে উঠেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বেশেষে বাংলার এক চিরন্তন প্রতিমূর্তি। যে বাংলা নানা দোলাচল, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে তখনও অবিভক্ত। ভাঙনের নেশা জাগছে মানুষের মনে, মন্বন্তর পরবর্তী রাজনীতির হাওয়ায় সব বদলাতে শুরু করেছে তখন। বর্ণহিন্দুরা যে ‘ছোটজাত’কে মুসলমানদের মতই কাল থেকে কালোত্তরে মনুষ্যেতর বলে মনে করে এসেছে, জমি-জিরেত-টাকা-পয়সা, ধনদৌলতের টানে সেই ‘ছোটজাত’কে ঘরে ঢুকতে না দিলেও উঠোনে বসিয়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু আধটু পান্তা তাদের পাতে ঢেলে দিচ্ছে। এক যুগসন্ধিক্ষণে একটি গ্রামের বারমাস্যার ভিতর দিয়ে সেই সময়ের পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের যে চিত্রকল্প, দেশভাঙ্গার পূর্বমুহূর্তে ভাঙনের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠা মিলনাকাঙ্ক্ষী একদল মুসাফিরের হাহাকার। উপন্যাসে দুই নারী চরিত্র ‘জয়গুন’ ও ‘শফির মা’ - এই দুই চরিত্রের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কাহিনিতে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে নীরবে চোখের জল ফেলেও প্রত্যয়ী লড়াকু চরিত্র, যারা পেটের ভাতের প্রশ্নেও বিকিয়ে দেয় না নিজেকে, দায়িত্ববোধ ও স্নেহের ফল্গুস্রোতে চিরকল্যাণময়ী মাকে দেখবার সৌভাগ্য করে দেয় পাঠককে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে, দেশভাগের সঙ্গে লড়াই-এ অদম্য ইচ্ছে, শুভবুদ্ধি, সৎ চেষ্টাই তাদের অস্ত্র।

উপন্যাসের নাম ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’। পূর্ব-প্শিচমে সূর্যের উদয়াস্তের দিক প্রসারী বাড়ির নাম’ সূর্য দীঘল বাড়ি’। লৌকিক কুসংস্কার অনুযায়ী এমন বাড়িতে মানুষ টিকতে পারে না, বংশ নাশ হয় কিন্তু দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে ‘জয়গুন’ ও ‘শফির মা’ বাঁচার তাগিদে আশ্রয় নেয় এই ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’তে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা মানুষের ধর্মের প্রতি আকুলতাকে ব্যবহার করে কিভাবে শোষণযন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলে – সেই দ্যোতনা থেকেই সম্ভবত ঔপন্যাসিক উপন্যাসের নাম রাখলেন ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’। ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মপ্রাণ গরিবকে শোষণের ছবি। হাসান আজিজুল হক তাঁর ‘ কথাসাহিত্যের কথকতা’ বইটিতে লিখেছেন –

> “যারা কখনোই কোন কারনেই দেশত্যাগ করবে না, দেশত্যাগের কল্পনা পর্যন্ত যাদের মাথায় আসেনি,তাদের যখন হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে – আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।”[১]

মন্বন্তরের মর্মন্তুদ স্মৃতি মেলাতে না মেলাতে এসে পড়েছিল দেশভাগের প্রচন্ডতা। আঘাতের পর আঘাতে অসাড় হয়ে পড়েছিল মানুষ। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করে ‘জয়গুন’ ও ‘শফির মা’ টিকে রয়েছে। সন্তানদের পেট ভরে খেতে দিতে না পারা, চালের দাম হু হু করে বেড়ে যাওয়া, জল খেয়ে কোনোরকমে প্রানধারন করা, চিনি ও কাপড়ের সংকট, বেঁচে থাকতে নিজেদের সামাজিক লজ্জা-সম্ভ্রম ত্যাগ করার ঘটনা - সব কিছুই ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন উপন্যাসকার। তাই মন্বন্তরের পর যারা বাঁচবার আশা নিয়ে অতীতের কান্না চেপে, বাঁকা শিরদাঁড়া ও ধ্বকের মত চেহারা নিয়ে শুষ্ক ও

বিবর্ণ দেহে ফিরে আসে গ্রামে, দেশের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করে, তাদের হাত ধরেই দেশ আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

প্রান্তিক চরিত্র 'জয়গুন' এই উপন্যাসের প্রাণ প্রতিমা। সে ধর্মের প্রশ্নে দ্রোহী নয় কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মব্যবসায়ীদের যে গরিবের উপর চোখরাঙানি তাকে উপেক্ষা করে সে। সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে সে মানে না সমাজের ভ্রুকুটি, মৌলবির দেগে দেওয়া গণ্ডী। উপন্যাসে তাই দেখি -

> "পরক্ষণেই তার মনে হয় – সে খোদার কাছে পাপ করছে। বাড়ীর বার হয়ে খোলা রাস্তায় সে পুরুষদের মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। ...বেপর্দা মেয়েলোকের কি আজব হয় সে জানে। ...ছেলেমেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মমতায় তার বুক ভরে ওঠে। দুটি কচি মুখ। এদের বাঁচাতেই হবে। ধর্মের অনুশাসন সে ভুলে যায়। এই মুহূর্তে জীবন ধারণের কাছে ধর্মের বারন তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে।"[২]

দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা, নতুন স্বাধীন দেশের যে স্বপ্ন বাঙালি মুসলমানরা দেখেছিল তা যে কত বড় ভুল ছিল তাও উপন্যাসে দেখালেন লেখক। উপন্যাসে ট্রেনের যাত্রীদের কথপোকথনে উঠে আসে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন।

> "অন্য একজন বলে, - পঞ্চাশ সনের চাইয়া বড় আহাল অইব এইবার।
> একজন প্রতিবাদ করে, - না মিয়া, দ্যাশ স্বাধীন অইব। আর দুকখু থাকব না কারুন, হুনছি আমি। স্বাধীন অইলে চাউল হস্তা অইব। ...
> একজন বলে, - জিন্না সাইব রাজা অইব। খুব বড় মাথা লোকটার।
> অন্যদিক থেকে আর একজন বলে, - গান্ধী অইব এই দেশের রাজা।
> আইচ্ছা মামু, স্বাধীন অইলে খাজনা দিতে অইবনি?"[৩]

অথবা জয়গুনের ছেলে হাসু যখন দেখে তাদের দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে, শহরের প্রতিটি বাড়িতে পাকিস্তান সবুজ পতাকা উড়েছে। তখন জয়গুনের সুখের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে মনে হয় – ভাতকাপড় সস্তা হবে।

> "হাসু বলে – আর আমাগ কষ্ট হইব না, কেমুন গো মা? মাইনষে কওয়া কওয়া-কওয়ি করতে আছে ঘাডে পথে। দ্যাশ স্বাধীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানুষের আর দুকখ থাকবে না।"[৪]

হাসু পাকিস্তানের নিশান উড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের এই অংশে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা তৈরি করেছেন উপন্যাসকার। দরিদ্র জয়গুনের কাছে সবুজ, লাল, আসমানি সব রঙই এক হয়ে যায় দেশের পতাকায়। গাঁটরি খুলে বিয়ের সবুজ কাপড়ের যে টুকরো বের করে দেয় হাসুকে, দেশের পতাকা তুলতে; তারই একপ্রান্ত দিয়ে দুর্ভিক্ষে মৃত সন্তানকে কবর দিয়েছে সে। অশ্রুকুমার শিকদার তাঁর 'ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ' বইটিতে বলেছেন -

> "দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর 'Economic and Political Weekly'-তে প্রকাশিত 'Remembered Villages' প্রবন্ধে নির্ভুলভাবে বলেছেন - ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের কাছে দেশবিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুন স্বাধীনতা, একবার ইংরেজের শাসন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। ফলে দেশভাগের বেদনার চেয়ে উল্লাসই ফুটে উঠেছিল বেশি।"[৫]

তাই 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের হাসু, মায়মুন, জয়গুন ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে দেশের স্বাধীনতার খবরে উল্লসিত হতে দেখি। নতুন পাকিস্তানকে তারা সব পেয়েছির দেশে পরিণত হওয়ার কল্পনা করেছিল। কিন্তু দরিদ্র মানুষগুলো এর ফল ভোগ করেছিল অন্যভাবে। মন্বন্তরের মর্মন্তুদ স্মৃতির পর দেশভাগে তাদের বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন তারা বুনেছিল সেই স্বপ্ন ব্যর্থ করে আরও গভীর আঘাত নেমে আসে তাদের জীবনে। মন্বন্তরের পর দ্বিতীয়বার তারা ভিটে মাটি হারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। উপন্যাসে দেখি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 265 -269
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “নাবিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের ওপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাঙলা তেরোশ’ পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশ’ পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চলেছে একভাবে। ...পেটের জ্বালায় এ পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ শুধু কি ভাতের? কাপড়েরও। শত কপাল কুটলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্বিগুণ দিয়েও একখানা কাপড় পাওয়া যায়না।”[৬]

পেটের তাগিদে জাত-ধর্ম নিয়ম মানে না জয়গুন। সন্তানের ক্ষুধিত কচিমুখ তাকে বাধ্য করে পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসতে, জীবনকে রক্ষা করতে।

> “সে বুঝেছে, জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবোতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।”[৭]

উপন্যাসে জয়গুন একটি প্রতীক চরিত্র। যে এই বাংলাদেশের জল-মাটি আগুনের নির্যাস। সে অদম্য। মানুষের বাঁচার লড়াই-এর প্রতীক সে। আর জয়গুনের মতো দৃঢ় মানুষের প্রতীক ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র তালগাছটি। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি-দেশভাগ-সাম্প্রদায়িকতা-কুসংস্কার-অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে। মন্বন্তর বা দেশভাগের সময়ে ধর্মের নামে ব্যাভিচারের ছবিটা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছে। এই সাম্প্রদায়িকতাই দুই বাংলার আনাচে কানাচে ধর্মের নামে দেশভাগ ঘটিয়ে, ধর্মের রাজনৈতিক কারবারিদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করার যে খেলা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। এই প্রসঙ্গে গৌতম রায়ের একটি উক্তি মনে পড়ে –

> “যে সময়ের পটভূমিকার কথা তিনি এই উপন্যাসের চালচিত্র হিসাবে নির্মাণ করেছেন, তখন কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই, ধর্মের কারবারিরা, সাধারণ মানুষকে, ধর্মের ফিকির দিয়ে, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার তাগিদে, দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করবার এক ভয়ঙ্কর নেশায় মেতেছে। ...একদিকে দেশভাগের হুমকি দিচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানকে বিভাজিত করবার উদগ্র বাসনাতে বাংলার আকাশ বাতাসকে বিদীর্ণ করছে।”[৮]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয়গুনের কাছে দেশের স্বাধীন হওয়া অর্থহীন। তাদের কাঙালি জীবন যেমন দীনহীন কষ্টের ছিল তেমনই রয়ে গেছে। আর জীবনযুদ্ধ তাদের লড়ে যেতেই হয়। যে কাপড়ের একপ্রান্ত দিয়ে সে দুর্ভিক্ষে মৃত মেয়েকে মুড়ে কবর দিয়েছিল, সেই কাপড়ের অন্যপ্রান্তেই সে হাসুকে দেয় দেশের পতাকা করতে, এ ব্যঞ্জনা ঔপন্যাসিক ব্যবহার করলেন তাদের জীবনের দুই প্রান্তকে বোঝাতে – একদিকে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু, অন্যদিকে দেশবিভাগ, দেশের স্বাধীনতা, নতুন পাকিস্তানের স্বপ্ন। দুটিই তাদের কাছে সমান। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ হয়েছে ঠিকই কিন্তু দেশের মানুষের সার্বিক দুর্ভাগ্য একই থেকে গেছে। সমালোচক তারক সরকার তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ’ বইটিতে বলেছেন –

> “পাকিস্তান মানে হিন্দু জমিদারের পীড়ন থেকে মুসলমান চাষির মুক্তি। প্রজাসত্ত্ব প্রাপ্তি, চাষির ঋন পূর্ণ মকুব। আর বাঙালি মুসলমানের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ...উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো চল্লিশের মধ্যবর্তী পর্বে মুসলিম বাঙালি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, ...তাদের পরিকল্পিত স্বাধীনভূমিতে বাংলাদেশের স্থান ছিল না। উনিশশো চল্লিশ থেকে বাঙালি মুসলমানও পাকিস্তানকে তাদের স্বপ্নস্থান মনে করতে থাকে।”[৯]

১৯৪৭-এর দেশভাগ সাধারণ মানুষের জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল না যে দেশে তারা হিন্দু-মুসলিম সকলে একত্রে বাস করছিল আজ হঠাৎ করে ধর্ম আলাদা বলে তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে

কেন বেরিয়ে পড়তে হবে। ইংরেজদের অত্যাচার, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, কালোবাজারি, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, ধর্মের হানাহানি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যাই 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনা করেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের শুরু আর দেশভাগে ধর্মের হানাহানি ব্যভিচারের কারনে ঘরছাড়া হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের শেষ। ড. শিখা ঘোষ তাঁর লেখায় বলেছেন -

> "১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা ও দেশভাগ সাধারণ মানুষের জীবনকে যে কতটা দুর্বিষহ করে তুলেছিল তার ছবি পাই এই উপন্যাসে। পাকিস্তান রাষ্ট্র পশ্চিম ও পূর্ব দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দুটি অংশের ভৌগলিক দূরত্ব, ভাষা-ধর্ম সবই পৃথক হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মানুষ। সেই লড়াই তাই আরও দীর্ঘ পরিণতি লাভ করে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।"[১০]

বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অবশেষে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের বিভাজনে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা মানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে পারেনি। চাল, চিনি,কাপড়ের কালোবাজারির দিনে জীবনের প্রতিটি দিন কাটে বেঁচে থাকার লড়াই করে। বুকের মধ্যে ঘর হারানোর বেদনা নিয়ে জয়গুনের মত অদম্য মানুষেরা উদ্বাস্তু হয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। সেই সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দলিল আবু ইসহাক রচনা করেছেন তাঁর 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটিতে।

Reference:

১. হক, হাসান আজিজুল, *কথাসাহিত্যের কথকতা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪১
২. ইসহক, আবু, *সূর্য দীঘল বাড়ি,* দে বুক স্টোর, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ২৫-২৬
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪. তদেব, পৃ. ৩৫
৫. শিকদার, অশ্রুকুমার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১২-১৩
৬. ইসহক, আবু, *সূর্য দীঘল বাড়ি,* দে বুক স্টোর, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ১০৬
৭. তদেব, পৃ. ১০৯
৮. রায়, গৌতম, *ভূমিকার বদলে* (আবু ইসহক, *সূর্য দীঘল বাড়ি,* দে বুক স্টোর, কলকাতা, ২০২৩), পৃ. ১২
৯. ঘোষ, ড. শিখা, *আবু ইসহাক-এর 'সূর্য দীঘল বাড়ি': এক অন্তর্লীন যন্ত্রণার প্রবহমান ক্ষত* (সম্পাদনা – ড. মহুয়া বিশ্বাস, সার্ধশতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য সাহিত্য নিবন্ধ), তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ ও কলকাতা স্বপ্নরাগ পরিবার, কলকাতা, ২০২৩ পৃ. ২৯৭
১০. সরকার, তারক, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ,* অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩

Bibliography:

অশ্রুকুমার শিকদার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
ড. শিখা ঘোষ, *আবু ইসহাক-এর 'সূর্য দীঘল বাড়ি': এক অন্তর্লীন যন্ত্রণার প্রবহমান ক্ষত* (সম্পাদনা – ড. মহুয়া বিশ্বাস, সার্ধশতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য সাহিত্য নিবন্ধ), তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ ও কলকাতা স্বপ্নরাগ পরিবার, কলকাতা, ২০২৩
তপোধীর ভট্টাচার্য, *দেশভাগ: নির্বাসিতের আখ্যান,* সোপান, কলকাতা, ২০২১
তারক সরকার, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ,* অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯